কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ ঃ ৪৮ ❑ জুলাই-আগস্ট ❑ ২০১৫ খ্রি. ❑ ১৭ আষাঢ়- ১৬ ভাদ্র ❑ ১৪২২ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এনডিসি
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
রওনক মাহমুদ
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
ড. মোঃ সাইদুর রহমান সেলিম
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)

সম্পাদক
মোঃ তোফায়েল আহমদ
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

ফটোগ্রাফি
মোঃ আব্দুল মাজেদ
ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
তাহমিনা বেগম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে
প্রিন্টোলাইন
৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০,
ফোন: ৮৩২২২২১

সম্পাদকীয়

জাতীয় শোক দিবস

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। বাঙালী জাতির শোকাবহ দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০ তম শাহদাৎ বার্ষিকী। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর পক্ষ থেকে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী শোকাহত চিত্তে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছে মহান স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবারের শহীদ সদস্যদের স্মৃতির প্রতি। জাতীয় শোক দিবসে আমরা সকলে পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে সেদিনের সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অবদান অপরিসীম। তারই নেতৃত্বে বাঙালী জাতি অর্জন করে বহু কাঙ্খিত স্বাধীনতা।

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৭০ এর সাধারণ নির্বাচনসহ এ দেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্খা পূরণে প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তিনি এই জাতিকে নেতৃত্ব দেন। এ দেশ ও জনগণ যত দিন থাকবে জাতির পিতার নাম এদেশের লাখো-কোটি বাঙালির অন্তরে চির অক্ষয় হয়ে থাকবে। জাতির পিতা সোনার বাংলা'র স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমাদের দায়িত্ব হবে দেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করে জাতির পিতার সেই স্বপ্ন পূরণ করা। তাহলেই তার আত্মা শান্তি পাবে এবং আমরা এই মহান নেতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারবো। জাতীয় শোক দিবসে আসুন আমরা জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করি এবং দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করি।

ভেতরের পাতায়........................

বিএডিসিতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে সেক্টর লিডারস ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত ০৩
কৃষিক্ষেত্রে বিএডিসি'র অবদান অনেক -মত বিনিময় সভায় কৃষি সচিব........ ০৪
বীজ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে মান নিশ্চিতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত ০৬
বিএডিসি পানাসি প্রকল্পের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে ০৭
বিএডিসি মালতি আলু বীজ হিমাগার ০৯
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ফোলিয়ার ফিডিং কৌশলের গুরুত্ব ১১
বাংলাদেশ থেকে আলু রপ্তানি ১৩
আশ্বিন-কার্তিক মাসের কৃষি ১৬

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি তাদের জন্য

বিএডিসিতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে সেক্টর লিডারস ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে সেক্টর লিডারস ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ। ছবিতে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর, সদস্য পরিচালকবৃন্দ ও বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে

গত ০৯ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সম্মেলন কক্ষে 'উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে সেক্টর লিডারস ওয়ার্কশপ' অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ। এতে সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) ড. মোঃ সাইদুর রহমান সেলিম। কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন প্রধান, পরিকল্পনা জনাব মোঃ আঃ ছাত্তার গাজী। বিএডিসি'র পরিকল্পনা বিভাগ এ ওয়ার্কশপের আয়োজন করে।

ওয়ার্কশপে কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম প্রধান জনাব মোঃ মঞ্জুরুল আনোয়ার, পরিকল্পনা কমিশনের যুগ্ম প্রধান জনাব আব্দুল আজিম চৌধুরী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ও সিলেট কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব আবুল কালাম আজাদ, বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হকসহ বিএডিসি ও বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রকল্প পরিচালকগণ ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি সচিব বলেন, প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা জুলাই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোন মাসে কোন কাজ করা হবে তার একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। কর্মপরিকল্পনায় সবাইকে কাজ ভাগ করে দিতে হবে। যে কর্মকর্তা যে বিষয়ে দক্ষ তাকে সে কাজটি দিতে হবে। প্রকল্পের সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখেই পরিকল্পনা করতে হবে। দরপত্র প্রক্রিয়ায় অনেক সময় লাগে, সে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতে হবে। আমাদের লক্ষ্য থাকবে যাতে আমরা নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের প্রকল্পগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি। তিনি প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এক বা একাধিক বিকল্প রাখারও পরামর্শ প্রদান করেন। ওয়ার্কশপে পরিকল্পনা কমিশনের যুগ্ম প্রধান জনাব আব্দুল আজিম চৌধুরী 'উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাব প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ' বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি পরিকল্পনা কমিশনের গঠণ, কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায় ব্যখ্যা করেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব আবুল কালাম আজাদ 'সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন' বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হচ্ছে একটি বিমূর্ত ধারণাকে মূর্ত করা।

কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম প্রধান জনাব মোঃ মঞ্জুরুল আনোয়ার 'প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা' বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদানের মাধ্যমে আলোচনা করেন। তিনি বিএডিসি'র ব্যাপকভিত্তিক Servey report এবং Feasibility Study করার ওপর জোর দেন। সুবজ পাতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুমোদন প্রক্রিয়া তরান্বিত করা এবং ডিপিপি ভালভাবে প্রস্তুত করার বিষয়েও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পভিত্তিক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা থাকা দরকার। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান যে, ই-টেন্ডারিং চালুর মাধ্যমে টেন্ডারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাস্তব সমস্যা পরিহার করা যেতে পারে।

সমাপনী বক্তব্যে বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক ওয়ার্কশপের রিসোর্স পারসনগণের অভিজ্ঞতালব্ধ পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য অংশগ্রহণকারী বিএডিসি ও বিএমডিএ'র কর্মকর্তাগণের প্রতি আহবান জানান।

কৃষিক্ষেত্রে বিএডিসি'র অবদান অনেক
-মত বিনিময় সভায় কৃষি সচিব

বিএডিসি'র কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ। ছবিতে সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্করসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে

গত ০৫ আগস্ট ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সম্মেলন কক্ষে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) ড. মোঃ সাইদুর রহমান সেলিম, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এনডিসি, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব রওনক মাহমুদ ও সংস্থার সচিব ড. মোয়াজ্জেম হোসেন। সভায় প্রধান (মনিটরিং) জনাব আহমেদ হাসান আল মাহমুদ একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেনন্টেশন এর মাধ্যমে বিএডিসি'র কর্মকান্ড তুলে ধরেন। মত বিনিময় সভায় কৃষিসচিব তাঁর বক্তব্যে বলেন, কৃষিক্ষেত্রে বিএডিসি'র অবদান অনেক। বিএডিসি'র জন্য সরকারের ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে। দ্রুত নতুন জনবল কাঠামো বাস্তবায়ন করতে হবে। দেশকে গড়ে তোলার জন্য সবাইকে একমত হয়ে কাজ করতে হবে। বিএডিসি দেশব্যাপী বীজ, সার ও সেচ সেবা কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে।

আমাদেরকে সচেতনভাবে কাজ করতে হবে। আমরা সবাই মিলে এক সাথে কাজ করলে আমরা আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে পারবো।

সভায় বিএডিসি'র বিভাগীয় প্রধানগণসহ উপসচিব /উপপরিচালক পর্যায় পর্যন্ত কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় বৃক্ষমেলা-২০১৫ তে বিএডিসি স্টলের প্রথম পুরস্কার লাভ

পুরস্কার গ্রহণ করছেন সংস্থার মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) জনাব মো. আমিনুল ইসলাম

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) জাতীয় বৃক্ষমেলা-২০১৫ এ অংশ গ্রহণকারী স্টলসমূহের মধ্যে সরকারি ও আধাসরকারি স্টল ক্যাটাগরীতে সেরা স্টল বিজয়ী নির্বাচনে প্রথম পুরস্কার অর্জন করেছে। গত ৩০ জুলাই ২০১৫ তারিখে বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বৃক্ষ মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এমপি। সমাপনী অনুষ্ঠানে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব এমপি এর কাছ থেকে বিএডিসি'র পক্ষে প্রথম পুরস্কার গ্রহণ করেন সংস্থার মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) জনাব মো. আমিনুল ইসলাম। প্রধান বন সংরক্ষক জনাব মো. ইউনুস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান। উল্লেখ্য জাতীয় বৃক্ষমেলা-২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে বিএডিসি'র স্টল পরপর তিন বার প্রথম স্থান অধিকার করে।

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বিএডিসি'র ভূমিকাঃ আগামী নিরাপত্তার জন্য করণীয় শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ৩০ মে ২০১৫ তারিখে বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বিএডিসি'র ভূমিকাঃ আগামী নিরাপত্তার জন্য করণীয় শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিএডিসি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন এর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '১৫ ও সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী এ্যাডভোকেট মোঃ কামরুল ইসলাম এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এনডিসি, সাবেক প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, সাবেক প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) জনাব মোঃ সামসুদ্দিন, ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ এর সভাপতি ও সার্ক ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী জেনারেল ও বর্তমান কো- চেয়ারম্যান জনাব এ কে এম এ হামিদ। সেমিনারে মূল পেপার উপস্থাপন করেন বিএডিসি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এম গোলাম মোহাম্মদ।

প্রধান অতিথি মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন, বিএডিসি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে মৃতপ্রায় বিএডিসিকে পুনর্জীবিত করার পাশাপাশি বিএডিসি'র মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এবং বিএডিসি'র ডিপ্লোমা প্রকৌশলীসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, পূর্বে যেখানে সারের জন্য কৃষককে প্রাণ দিতে হয়েছে, সেখানে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সময়মতো সার ও বীজ বিতরণ এবং সেচ সুবিধা নিশ্চিত করায় ফসল উৎপাদন অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি আরো বলেন, বর্তমানে দেশ বিদ্যুতের লোডশেডিং থেকে মুক্ত হয়েছে। কৃষক নিয়মিত সেচ কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের আন্তরিকতা এবং বিএডিসি'র সকল পর্যায়ের প্রকৌশলী কর্মকর্তা কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে খাদ্য উদ্বৃত্ত দেশে পরিনত হয়েছে। আজ বাংলাদেশ থেকে চাল রপ্তানি হচ্ছে। অফ্রিকার বিভিন্ন দেশে চাল রপ্তানির বাজার খোঁজা হচ্ছে। এখন আর বাংলাদেশ তলাবিহীন ঝুড়ি নয়। তিনি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের গুরত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্মরণ করেন।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বিএডিসি'র ৮ লক্ষ ৯৯ হাজার ৭১০ মে.টন সার বিতরণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) গত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে আন্তরাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় মোট ৯ লক্ষ ৫১ হাজার ৪৩৭ মে.টন ননইউরিয়া সার আমদানি করেছে। আমদানিকৃত সারের মধ্যে টিএসপি ৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৮০১ মে.টন, এমওপি ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ১১০ মে.টন ও ডিএপি রয়েছে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫২৬ মে.টন। বিএডিসি ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট ৯ লক্ষ ৬৬ হাজার ৫৭ মে.টন নন ইউরিয়া সার বরাদ্দ দিয়েছে। বরাদ্দকৃত সারের মধ্যে টিএসপি ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ৫২৬ মে.টন, এমওপি ৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৮২৯ মে.টন ও ডিএপি ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৭০২ মে.টন। কৃষক পর্যায়ে গত অর্থ বছরে বিতরণ করা হয়েছে মোট ৮ লক্ষ ৯৯ হাজার ৭১০ মে.টন। বিতরণকৃত সারের মধ্যে টিএসপি ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ৩৪৪ মে. টন, এমওপি ৪ লক্ষ ১০ হাজার ৩৭৪ মে.টন ও ডিএপি সার রয়েছে ১লক্ষ ১৩ হাজার ৯৯২ মে.টন। এছাড়া ০১ জুলাই ২০১৫ তারিখে মজুদ সারের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার ২৯২ মে.টন। সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) পদে ড. মোঃ সাইদুর রহমান সেলিম এর যোগদান

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব (পরিচিতি নং ৭৪৯১) ড. মোঃ সাইদুর রহমান সেলিম গত ০৮ জুলাই, ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) পদে কর্মরত ছিলেন। জনাব মোঃ সাইদুর রহমান সেলিম বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৯৪ সালে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৭ সালে বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারের ষষ্ঠ ব্যাচের কর্মকর্তা হিসেবে তিনি সরকারি চাকুরীতে যোগদান করেন। চাকুরী জীবনে শুরুতে বিষয়বস্তু কর্মকর্তা হিসেবে যোগদানের কিছু দিনের মধ্যেই হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সংগনিরোধ কীট তত্ত্ববিদ হিসেবে তাকে পদায়ন করা হয়। পরবর্তীতে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) টিটিএমইউ হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলসহ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পদে সুনামের সাথে চাকুরী করেছেন। তিনি তিন সন্তানের জনক। ১৯৬০ সালে ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

বীজ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে মান নিশ্চিতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গাবতলীতে বিএডিসি'র বীজ ভবনে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প এর উদ্যোগে "বীজ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে মান নিশ্চিতকরণ" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মহাপরিচালক, বীজ উইং) জনাব আনোয়ার ফারুক

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর গাবতলীর বীজ ভবনে মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে "বীজ ব্যবস্থাপণা পদ্ধতিতে মান নিশ্চিতকরণ" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ১৩ আগস্ট ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক বীজ উইং জনাব মোঃ আনোয়ার ফারুক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর ও সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) ড. মোঃ সাইদুর রহমান সেলিম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব রওনক মাহমুদ।

প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর

স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকল্প পরিচালক মুহাঃ আজহারুল ইসলাম। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে এ প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে। দুই দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণে বিএডিসি'র বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বীজ উৎপাদন বিভাগের যুগ্ম পরিচালক ও উপপরিচালকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দু'টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। প্রথম প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন প্রকল্পের সীড সাপ্লাই এ্যান্ড মনিটরিং এক্সপার্ট ড. মোঃ নজমুল হুদা। তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধে বীজমান নিশ্চিত করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়। বিএডিসি'র বীজ উৎপাদন সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনকালীন বীজের মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ের উপর দ্বিতীয় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আনোয়ার ফারুক বলেন, বীজের মান ভাল না থাকলে আমাদের মানও থাকবে না। বীজ মানসম্পন্ন না হলে সেটি বীজ নয় অবীজ। বিএডিসি'র একটি সুনাম আছে। তাইতো বীজের মান নিশ্চিতকরণের ব্যাপারে বিএডিসিকে সতর্ক থাকতে হবে। আর বীজ যাতে অবিক্রিত না থাকে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। বর্তমান মার্কেটে অনেক প্রতিযোগিতা চলছে। বিএডিসিকে বাজারে টিকে থাকতে হলে আরও দক্ষ হতে হবে। কোয়ালিটিতে কোন আপোষ করা যাবে না। এজন্য মাঠ লেবেলে মনিটরিং বাড়াতে হবে। নিয়মিত প্রশিক্ষণ হওয়া দরকার বলে তিনি উল্লেখ করেন এবং প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দের একাংশ

বিএডিসি পানাসি প্রকল্পের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে

মোঃ জিয়াউল হক, প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি পানাসি প্রকল্প

সিংড়া উপজেলায় নবনির্মিত সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এর কার্যালয় উদ্বোধন

গত ১৪ আগষ্ট, ২০১৫ তারিখে নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলা পরিষদ চত্বরে নবনির্মিত সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এর কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়েছে। পাবনা- নাটোর-সিরাজগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বর্ণিত কার্যালয়টিসহ পাবনা জেলার ঈশ্বরদী ও চাটমোহর এবং সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলা পরিষদ চত্বরে একটি করে মোট ৪টি সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও নাটোর জেলা সদরে বিএডিসি'র নিজস্ব জমিতে নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এর কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট মোঃ জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি, ক্ষুদ্রসেচ বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ইয়াছিন আলী সরকার। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকল্প পরিচালক (পানাসি) পাবনা জনাব মোঃ জিয়াউল হক। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাটোর রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মাহবুব আলম, সিংড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত পানাসি প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং আগামীতে সিংড়া তথা নাটোর জেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম আরও

সহকারী প্রকৌশলী ক্ষুদ্রসেচ এর কার্যালয় উদ্বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাড. মোঃ জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি

বিস্তৃত করার অনুরোধ জানান। তিনি সিংড়া উপজেলায় ভবিষ্যতে খাল নালা পূনঃখনন/সংস্কার কাজ এবং বাস্তবভিত্তিক কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, মৎস্য চাষ ও হাঁস-মুরগী পালন বৃদ্ধি করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বক্তব্যে আরও জানান যে, সিংড়া উপজেলায় যে সমস্ত এলাকা এখনও সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি, সে সকল এলাকায় নতুন গনকূ স্থাপন এবং শক্তি চালিত পাম্প ক্ষেত্রায়নের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করে দেশের খাদ্য চাহিদা কিছুটা হলেও মেটানো সম্ভব হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পানাসি প্রকল্পের ১ম হতে ৩য় পর্যায় (৩০/০৬/১৫ইং) পর্যন্ত মোট লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ

পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ ৩টি জেলার সমন্বয়ে পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ (পানাসি) ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে জুলাই/১৯৯৭ হতে জুন/২০০৬ পর্যন্ত ১ম পর্যায়ে এবং জুলাই/২০০৬ হতে জুন/২০০৯ পর্যন্ত ২য় পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে মার্চ/২০১১ হতে জুন/২০১৬ পর্যন্ত ৩য় পর্যায়ে কার্যক্রম চলছে।

ক্রঃ নং	কাজের বিবরন	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		সর্বমোট	
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	গভীর নলকূপ স্থাপন (সংখ্যা)	৩০০	৩০০	১২০	১২০	৩০০	২৩৬	৭২০	৬৫৬
২	খাল/নালা পুনঃ খনন (কিঃমিঃ)	২০.০৪	১৯.৯০	৩০	৩০.৬৪	১২০.০০	১০৭.০১৫	১৭০.০৪	১৫৭.৫৫৫
৩	খাস মজা পুকুর খনন (সংখ্যা)	১৭০	১৭০	২৫	২৫	-	-	১৯৫	১৯৫
৪	গভীর নলকূপ পূনর্বাসন (সংখ্যা)	৪০০	৩৭০	২০	৪৭	৮০	৫৯	৫০০	৪৭৬
৫	ভূপরিস্থ সেচনালা নির্মাণ (সংখ্যা)	২৮৬	২৬২	-	-	-	-	২৮৬	২৬২
৬	ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (সিসি পাইপ) (সংখ্যা)	-	২৪	১২০	১২০	-	-	১৪৪	১৪৪
৭	ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (ইউপিভিসি পাইপ) (সেট)	-	-	-	-	৬৮০	৪০৯	৬৮০	৪০৯
৮	ভূপরিস্থ সেচনালা বর্দ্ধিতকরণ (২০০ মিঃ) (সংখ্যা)	-	-	৫০	৫০	৮৮	৮৮	১৩৮	১৩৮
৯	ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্দ্ধিতকরণ (সিসি পাইপ) (সংখ্যা)	-	-	-	-	৮৩	৮৩	৮৩	৮৩
১০	গভীর নলকূপ বিদ্যুতায়ন (সংখ্যা)	৪৩৮	৪৪৬	১৪০	১৪৪	৪০০	১১৪	৯৭৮	৭০৪

(বাকী অংশ- ৮ এর পাতায়)

পানাসি প্রকল্পের ১ম হতে ৩য় পর্যায় (৩০/০৬/১৫ইং) পর্যন্ত মোট লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ

ক্রঃ নং	কাজের বিবরন	১ম পর্যায়		২য় পর্যায়		৩য় পর্যায়		সর্বমোট	
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১১	ভিত্তি বীজ সরবরাহ (মেঃটন)	১১২.৬৩	১১২.৯৩	-	-	-	-	১১২.৬৩	১১২.৯৩
১২	নার্সারী স্থাপন (সংখ্যা)	২৪	২৪	-	-	-	-	২৪	২৪
১৩	গাছের চারা উৎপাদন (লক্ষ)	৩০.০০	৩০.০০	-	-	-	-	৩০.০০	৩০.০০
১৪	গাছের চারা রোপন ও পুনঃ রোপন (লক্ষ)	২৮.০০	৩০.০০	-	-	-	-	২৮	৩০.০০
১৫	গ্রামীণ সংযোগ সড়ক নির্মাণ (কিঃমিঃ)	৭৪.০০	৭৩.৭০৪	-	-	-	-	৭৪.০০	৭৩.৭০৪
১৬	গ্রামীণ সংযোগ সড়ক মেরামত (কিঃমিঃ)	-	-	-	-	৩৩.৮৪৯	৩৩.৮৪৯	৩৩.৮৪৯	৩৩.৮৪৯
১৭	দুঃস্থ মহিলা প্রশিক্ষণ (জন)	২৫০০০	২৫০০০	-	-	-	-	২৫০০০	২৫০০০
১৮	শষ্য বহুমূখীকরনে কৃষক প্রশিক্ষণ (জন)	৪৫০০	৪৫০০	-	-	-	-	৪৫০০	৪৫০০
১৯	মৎস্য ও হাঁস মুরগী পালন প্রশিক্ষণ (জন)	১৩২০	১৩২০	-	-	-	-	১৩২০	১৩২০
২০	কৃষক/চালক/ম্যানেজার প্রশিক্ষণ (জন)	৩৩৮৬	৩৩৮৬	২৪০০	২৪০০	১৬০০	১৬০০	৭৩৮৬	৭৩৮৬
২১	মৎস্য পোনা উৎপাদন নার্সারী স্থাপন (সংখ্যা)	১০	১০	-	-	-	-	১০	১০
২২	শস্য বহুমূখীকরণে প্রর্দশনী প্লট স্থাপন (সংখ্যা)	১১০০	১১৯৫	-	-	-	-	১১৯৫	১১৯৫
২৩	ক্রসড্যাম কাম ওয়াটার রেগুলেটর নির্মাণ(সংখ্যা)	-	-	৫	৫	৫	৪	১০	৯
২৪	হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার(কালভার্ট) নির্মাণ (সংখ্যা)	-	-	১২০	১৩২	৩৫০	৩২৭	৪৭০	৪৫৯
২৫	গভীর নলকূপে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন (সংখ্যা)	-	-	-	-	৯২০	৫৪৫	৯২০	৫৪৫
২৬	পানাসি প্রকল্পে কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ (জন)	-	-	-	-	২৭৫	১৬০	২৭৫	১৬০
২৭	অফিস ভবন নির্মার্ণ	-	-	-	-	৫	৫	৫	৫

পানাসি প্রকল্পের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের অর্জন

কার্যক্রম	খালনালা পূনঃখনন/সংস্কার (কিঃমিঃ)	গনকূ স্থাপন (সংখ্যা)	গনকূ পূনর্বাসন (সংখ্যা)	ভূগর্ভস্থ সেচনালা (কিঃমিঃ)	হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার (সংখ্যা)	অফিস ভবন নির্মাণ (সংখ্যা)	বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান (সংখ্যা)	প্রি-পেইড মিটার সংযোগ (সংখ্যা)	কৃষক প্রশিক্ষণ (জন)	কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ (জন)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
লক্ষ্যমাত্রা	১৩.০০	৫২	২০	১৯২	৬৫	৫	৬০	৯০	৪০০	৫৫	
অর্জন	১৩.০০	৫২	২০	১৯২	৬৫	৫	৬০	৯০	৪০০	৫৫	

বিএডিসি'র মহাব্যবস্থাপক (পাট বীজ) মরহুম জনাব মোঃ শাহ্ নেওয়াজ স্মরণে শোকসভা অনুষ্ঠিত

গত ৩০ জুন, ২০১৫ তারিখে বিএডিসি'র মহাব্যবস্থাপক (পাটবীজ) মরহুম মোঃ শাহনেওয়াজ এর স্মরণে কুমিলার জাঙ্গালিয়ায় বিএডিসি ভবনে মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনায় এক শোকসভার আয়োজন করা হয়। বিএডিসি, কুমিলা জেলা আয়োজিত শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন যুগ্মপরিচালক (বীজ বিপণন), চট্টগ্রাম জনাব আনন্দ চন্দ্র দাস। উলেখ্য, গত ২৮ জুন, ২০১৫ তারিখে বিএডিসি'র প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

শোকসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মরহুমের ছোট ভাই ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব শাহ মোহাম্মদ নাসিম। মরহুমের মাতা জনাবা মোসাম্মাৎ খুর্শিদাবেগম, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে ও পুত্রবধু শোকসভায় অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত শোক সভায় মরহুমের কর্মজীবনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন, যুগ্মপরিচালক (বীপ্র), বিএডিসি, কুমিল্লা মোঃ মুজিবুর রহমান; যুগ্মপরিচালক (সার), বিএডিসি, কুমিল্লা মোঃ ইব্রাহিম হোসেন, প্রকল্প পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ), বিএডিসি, কুমিল্লা মোঃ মাহবুব মুনির নির্বাহী প্রকৌশলী (নির্মাণ/ডালিসেপ্র), কুমিল্লা মোঃ বদরুল আলম, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি), বি-বাড়িয়া, মোহাম্মদ সোলায়মান তালুকদার; উপসহকারী পরিচালক (বীপ্র), কুমিল্লা মোঃ মাসুদ আহম্মেদ প্রমুখ। সকলেই মরহুমের আত্মার মাগফেরাত সহ তাঁর কর্মজীবনের সাফল্যের দিক গুলো তুলে ধরেন।

(বাকী অংশ ৯ এর পাতায়)

বিএডিসি মালতি আলু বীজ হিমাগার

এবিএম গোলাম মনসুর, উপপরিচালক (টিসি), মালতি হিমাগার, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল

বিএডিসি মালতি হিমাগারের ইতিকথা ঃ

শেরপুর জেলার বাসিন্দা বাবু শ্রী কেদার প্রসাদ কালোয়ার তদীয় স্ত্রী শ্রীমতি মালতি রাণী কালোয়ার এর নামে তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে সোনালী ব্যাংক লিঃ এর নিকট থেকে ঋণ নিয়ে ১৯৯৭ সালে মালতি আলুবীজ হিমাগারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। যা খাবার আলুর প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা হয় এবং মার্চ ১৯৯৯ইং সালে এর উদ্বোধন করেন। কিন্তু পরবর্তীতে অনিবার্য কারণে তিনি দেশ ত্যাগ করেন। যার ফলে হিমাগারটি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ধনবাড়ী ও মধুপুর বাসীর গর্ব ও আপামর জনগণ/চুক্তিবদ্ধ বীজআলুর চাষীগণের প্রাণপ্রিয় জননেতা ও সে সময়ের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং বিএডিসি'র সক্রিয় সহায়তায় মালতি হিমাগারটি সোনালী ব্যাংক লিঃ এর নিকট হতে ১৫ ডিসেম্বর ২০১০ইং সালে ক্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং ১৩ এপ্রিল/২০১১ইং ড.মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি এর উদ্বোধন করেন। এরপর বীজআলু সংরক্ষণের উপযোগী করার জন্য মেরামতের মাধ্যমে হিমাগারটির কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা হয়। নব্য ক্রয়কৃত বিএডিসি মালতি হিমাগারের ধারণ ক্ষমতা ০৬ (ছয়) হাজার মেট্রিক টন। কিন্তু বীজআলুর জন্য ধারণ ক্ষমতা ৪ (চার) হাজার মেঃ টন যা বাংলাদেশে সরকারি হিমাগারগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ।

বিগত পাঁচ বছরের মালতি হিমাগারে সংরক্ষিত বীজআলুর তথ্য

২০১০-১১ ইং উৎপাদন বর্ষে সংরক্ষিত ছিল ২১৩০.৮৮০ মে.টন বীজআলু
২০১১-১২ ইং উৎপাদন বর্ষে সংরক্ষিত ছিল ১৯৩৩.৫২০ মে.টন বীজআলু
২০১২-১৩ ইং উৎপাদন বর্ষে সংরক্ষিত ছিল ৩০৩৯.৯২০ মে.টন বীজআলু
২০১৩-১৪ ইং উৎপাদন বর্ষে সংরক্ষিত ছিল ৩২৩৭.৮৪০ মে.টন বীজআলু
২০১৪-১৫ ইং উৎপাদন বর্ষে সংরক্ষিত আছে ২৯২০.৬৪০ মে.টন বীজআলু

মালতি হিমাগার জোনের বিভিন্ন তথ্য সমূহ ঃ

১। কমান্ড এরিয়ায় জমির পরিমাণ ১০৬৩.০০ একর।
২। রোপনকৃত জমির পরিমাণ ৩৩০.০০ একর।
৩। মোট চুক্তিবদ্ধ চাষীর সংখ্যা ৬৯২ জন।
৪। নিজস্ব সংগ্রহ ১৬৬৯.৪৪ মেঃ টন।
৫। বহিঃস্থ জোন হতে সংগ্রহ ১২৫১.২০ মেঃটন।
৬। হিমাগারে মোট সংরক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৮৯৮ মেঃটন।
৭। হিমাগারে সংরক্ষণ আছে ২৯২০.৬৪ মে.টন।

টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে বিএডিসি'র মালতি আলু বীজ হিমাগার

২০১৪-১৫ইং উৎপাদন বর্ষে বিএডিসি মালতি হিমাগারে নিম্নে লিখিত জাতের বীজআলু সংরক্ষিত রয়েছে ঃ

১। ডায়মন্ট = ৮১৯.৬০০ মেঃটন।
২। এস্টারিক্স= ১০৫৩.০৪০ মেঃটন।
৩। কার্ডিনাল = ৪৭১.২৮০ মেঃটন।
৪। কারেজ = ১৪২.১৬০ মেঃটন।
৫। গ্রানোলা = ৪১৫.৩৬০ মেঃটন।
৬। লেডিরোসেটা = ১৯.২০০ মেঃটন।

শোকসভা অনুষ্ঠিত

(৮ এর পাতার পর)

সভাপতি জনাব আনন্দ চন্দ্র দাস বলেন জনাব শাহ নেওয়াজ স্যার ছিলেন একজন কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি এবং মধুমাখা ব্যবহারের অধিকারী। কাজই ছিল তার জীবনের ধ্যান ও জ্ঞান। উক্ত সভায় মরহুমের স্বজনদের পক্ষে পারিবারিক ও কর্মজীবনের সাফল্যময় দিক্ সহ অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদেহী আত্মার মাগফেরাতের জন্য দোয়া চান মরহুমের বৃদ্ধ মাতাসহ মরহুমের ছেলে শাহ মোহাম্মদ রিফাত নেওয়াজ (সৈকত)।

বিএডিসি'র প্রকৌশলী স্বপন কুমার হালদার ইঞ্জিনিয়ারর্স ইনষ্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর নির্বাচনে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের সদস্য নির্বাচিত

স্বপন কুমার হালদার

গত ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে ইঞ্জিনিয়ারর্স ইনষ্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর ২০১৫-১৬ মেয়াদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বিএডিসি ময়মনসিংহ সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) হিসাবে চলতি দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রকৌশলী স্বপন কুমার হালদার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের একজন সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। প্রকৌশলী স্বপন কুমার হালদার আইইবি'র একজন আজীবন সদস্য। তিনি সকলের নিকট আশীর্বাদপ্রার্থী।

রংপুরে বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

খাল খননে সেচের আওতায় দেড় হাজার হেক্টর জমি

রংপুরে বিএডিসি (সেচ) বিভাগের অধিনে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় দুটি উপজেলায় প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে খাল খনন, সেচ নালা নির্মাণ, বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প স্থাপন বক্সকার্লভাট নির্মাণসহ বিভিন্ন কাজ যথাসময়ে শেষ হওয়ার প্রায় দেড় হাজার হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এতে করে আমন মৌসুমেই অতিরিক্ত প্রায় ৪ হাজার টন চাল উৎপাদন হবে খোদ কৃষি বিভাগ আশা প্রকাশ করেছে। অন্যদিকে কৃষকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জেগেছে। কারণ পানির অভাবে তাদের জমিতে ভালোভাবে ধানসহ অন্যান্য শষ্য সেভাবে আবাদ করা সম্ভব হতো না।

বিএডিসি (সেচ) বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলায় ১ কোটি ১০ লাখ ১২ হাজার টাকা ব্যয়ে ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ভূগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ, ২টি বক্স-কালভার্ট নির্মাণ এবং ৯টি বিদ্যুৎ চালিত স্যালো টিউবওয়েল স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে করে গঙ্গাচড়া উপজেলার ১৯০ হেক্টর জমিকে সেচ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। এর মাধ্যমে অতিরিক্ত দেড় হাজার টন চাল উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

অন্যদিকে একই কর্মসূচির আওতায় মিঠাপুকুর ও পীরগঞ্জ উপজেলায় ২ কোটি ২৪ লাখ ১৭ হাজার টাকা ব্যয়ে ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ খাল খনন এবং পার নির্মাণ, ১০টি ডীপ টিউবওয়েল স্থাপন এবং ভূগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ করা হয়েছে। সেই সাথে ১৬টি টিউবওয়েলে বিদ্যুতায়ন করা হয়। এসব কাজ যথা সময়ে সম্পন্ন হওয়ায় এ দুটি উপজেলায় প্রায় ১ হাজার হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে ৩টি উপজেলায় অতিরিক্ত ৪ হাজার টন চাল সহ অন্যান্য ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এদিকে সরেজমিন ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে কৃষকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, খাল খনন, ভূগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণসহ সব গুলো কাজ প্রয়োজনীয় তদারকির কারণে গুণগত মান ভালো হয়েছে। এ অঞ্চলের কৃষকরা সেচের অভাবে ফসল উৎপাদনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছিল। এখন অল্প খরচে তাদের জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।

এ ব্যাপারে বিএডিসি রংপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী শহিদুল ইসলাম সংবাদকে জানান, গত অর্থবছরের কাজ যথা সময়ে বরাদ্দ পাওয়া গেছে বিধায় দরপত্র আহ্বান ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা সম্ভব হয়। সেই সাথে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরেই নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন অনেক জমি সেচ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। তেমনি কৃষকরাও ধানসহ অন্যান্য ফসল উৎপাদনে আরো আগ্রহী হয়েছে বলো তিনি জানান।

সংকলিত : দৈনিক সংবাদ
০৫-০৮-২০১৫

ঝালকাঠিতে ভালো বীজ বাছাই করতে গ্রেডিং মেশিন চালু

ভবন নির্মাণের ২ বছর পর ঝালকাঠির বিএডিসি'র বীজ বিতরণ কেন্দ্রে চালু হয়েছে বীজ প্রোসেজিং মেশিন। ফলে ধানের বীজ তৈরির জন্য গ্রেডিং মেশিন চালুর ফলে ঝালকাঠিসহ দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকদের জন্য কৃষি ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের শুরু হয়েছে। জানা গেছে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত কৃষি উৎপাদনশীলতা প্রকল্পের (আইএপিপি) মাধ্যমে প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে বীজ প্রোসেজিং মেশিন স্থাপন করে সংরক্ষণাগারের বীজ বিতরণ কেন্দ্রের প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিএডিসি'র প্রকল্পভূক্ত চাষিরা তাদের উৎপাদিত ধান বীজের জন্য এখানে গ্রেডিং করে উৎকৃষ্ট বীজ নিয়ে যাচ্ছে। তবে জেলায় অন্য এলাকায় কৃষকদের মধ্যে বীজ উৎপাদন কেন্দ্রটি চালুর বিষয়টি প্রচার-প্রচারণা না থাকায় কৃষকদের একটি বড় অংশ এর সুবিধা নিতে আসছে না। বীজ বিতরণ কেন্দ্রের কর্মকর্তারা আশা করছে আগামী আউশ ও আমন মৌসুমের ফলন তোলার পর যে সকল কৃষক বীজ হিসেবে ধান সংরক্ষণ করবেন তারা এখানে এসে গ্রেডিং করে নিয়ে যাবেন। এই সুবিধার ফলে ঝালকাঠিসহ দক্ষিণাঞ্চলের বীজ উৎপাদনে নতুন অধ্যায়ের সুচনা হয়েছে। ঝালকাঠি বীজ বিতরণ কেন্দ্রের সিনিয়র সহকারী পরিচালক শারমিন জাহান দাবি করেছেন, এই বীজ সংরক্ষণাগার নির্মাণের ফলে ঝালকাঠিসহ দক্ষিণাঞ্চলের চাষীদের জন্য কৃষি ক্ষেত্রে একটি নতুর অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে।

সংকলিত : দৈনিক সংবাদ
১৪/০৭/২০১৫

জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান

টাঙ্গাইলে শ্রেষ্ঠ কবির পুরস্কার পেলেন বিএডিসি'র সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মোঃ আখতারুজ্জান

টাঙ্গাইল সাহিত্য সংসদ (টাসাস) আয়োজিত স্বরচিত কবিতা প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ কবির পুরস্কার পেলেন নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, টাঙ্গাইল দপ্তরের সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান। গত ০১ আগস্ট ২০১৫ তারিখে স্থানীয় সাধারণ গ্রন্থাগার মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে এ আলহাজ্ব আব্দুল হাকিম সরকার স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট্য প্রাবন্ধিক ও কবি ড. মাহফুজ পারভেজ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শিল্পকলার সাবেক সাধারণ সম্পাদক টাসাস সভাপতি জনাব হারুন অর রশিদ।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ফোলিয়ার ফিডিং কৌশলের গুরুত্ব

মোঃ আরিফ হোসেন খান, যুগ্ম-পরিচালক (বীবি), বিএডিসি, রাজশাহী

গাছ তার শিকড়ের মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করে থাকে। কিন্তু কোন কারণে যদি শিকড়ের মাধ্যমে মাটি থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় তখন পাতার মাধ্যমে পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে গাছকে ভালো ভাবে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়। উন্নতবিশ্ব এ প্রযুক্তিটি তাদের ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করে কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে। বিশেষ করে মরু এলাকাতে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তারা ব্যাপক সাফল্য পাচ্ছে। এই প্রযুক্তিটিকে পাতার মাধ্যমে খাদ্য প্রদান কৌশল (Foliar Feeding/ Fertilization/ Fertigation Technology) বলা হয়ে থাকে। এ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দীর্ঘ ২৫ বছর যাবত গবেষণা করে আমাদের দেশের কৃষির জন্য এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি যা আমাদের কৃষিকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আমি প্রমাণ পেয়েছি যে, রাসায়নিক সারের ব্যবহার ৪০% পর্যন্ত হ্রাস করে ২০% পর্যন্ত ফলন বৃদ্ধির পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কৃষির এমন অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এ কৌশলটি খুবই কার্যকর এবং এভাবে তা অনেকটাই সমাধান দেওয়া যেতে পারে। আমি উদ্ভাবিত এ প্রযুক্তিটির নাম দিয়েছি ম্যাজিক গ্রোথ প্রযুক্তি। প্রযুক্তিটির নাম ম্যাজিক গ্রোথ প্রযুক্তি একারণে দিয়েছি যে, প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নে উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় ১৩টি খনিজ পুষ্টি উপাদান ও কিছু বেনিফিসিয়ারী উপাদানে সম্বৃদ্ধ ম্যাজিক গ্রোথ নামক একটি মিশ্র তরল সার (বাংলাদেশে প্রথম উ ড্ভাবতি একটি মিশ্র তরল সার) ব্যবহার করছি, যা মানের দিকে (রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং কার্যকারিতায়) থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে ব্যবহৃত যে কোন বিদেশি তরল সারের চেয়ে উন্নত। পাতার মাধ্যমে খাদ্য প্রদানের কৌশলের আলোকে উদ্ভাবিত ম্যাজিক গ্রোথ প্রযুক্তি ব্যবহার করে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব হতে পারে তা নীচে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করলাম।

১) লবণাক্ত মাটিতে ধান চাষে ম্যাজিক গ্রোথ প্রযুক্তিঃ

লবণাক্ত মাটিতে ধানসহ অন্যান্য ফসল চাষ বর্তমান সময়ের একটি বড় ধরণের সমস্যা। বিগত আইলার পর থেকে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহ বিশেষ করে খুলনা, সাতক্ষীরা এবং বাগেরহাট জেলায় এই সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। উপকূলীয় এলাকাতে ২০১১ সাল থেকে বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে, চাষিরা ভালো ভাবে ধান চাষ করতে পারছেন। ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যের মাধ্যমে জানা যায় লবণাক্ত মাটিতে গাছের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অনুপুষ্টি উপাদানসমূহ মাটিতে আবদ্ধ হয়ে যায় বলে গাছ তা সহজে উত্তোলন করতে পারে না। এছাড়া অতিরিক্ত সোডিয়াম গ্রহণের ফলে পাটশিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম সঠিক ভাবে গ্রহণ করতে পারে না বা গাছের শরীরে এ সকল উপাদানের ভারসাম্যহীনতা দেখা যায় (ব্রি এর তথ্য)। এসকল কারণে গাছ সঠিক ভাবে তার জীবন চক্র সম্পাদন করতে পারে না। কখনও ফলন কম হয় আবার লবণের ভাগ বেশি থাকলে গাছ মারা যায়। এমন মাটিতে মাইক্রোবস কম থাকে ফলে ইউরিয়েজ এনজাইম কম উৎপাদিত হয় ফলে জমিতে প্রয়োগকৃত ইউরিয়া সারও গাছ সঠক ভাবে গ্রহণ করতে পারে না। আমি আমার পরীক্ষাতে দেখেছি মধ্যম মাত্রার লবণাক্ত মাটিতে পাতার মাধ্যমে খাদ্য প্রদান সংক্রান্ত ম্যাজিক গ্রোথ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বেশ ভালো ভাবে ধান চাষ করা যায়। এছাড়া অন্যান্য ফসল চাষেরও বেশ ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

২) জলাবদ্ধ অবস্থায় বা অন্য সীমাবদ্ধতায় ফসল উৎপাদনে ম্যাজিক গ্রোথ প্রযুক্তিঃ

পাতার মাধ্যমে খাদ্য প্রদানের কৌশলের মাধ্যমে জলাবদ্ধতার সময়ও গাছের পুষ্টির চাহিদা বেশ ভালো ভাবে পূরণ করা সম্ভব হয়। জলাবদ্ধতার বিষয়ের বৈজ্ঞানিক তথ্য উপরে আগেই উল্লেখ করেছি নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলার শ্রী দিলীপ কুমার নামক একজন চাষি গত আমন মৌসুমে ধান চাষের সময় মাটিতে কোনরূপ ইউরিয়া সার না দিয়েই ৩ বার স্প্রে করে (প্রতিলিটার পানিতে ৫ মিলি ম্যাজিক গ্রোথ এবং ৬২.৫ গ্রাম ইউরিয়া) খুব ভালো ভাবে তার আমন ধান উৎপাদন করেছেন। তিনি মাটিতে কোন ইউরিয়া সার দেন নাই জিজ্ঞাসা করলে জানান যে, সার দেবার সময় তার জমিতে পানির স্রোত চলছিল এবং পরবর্তীতে আর দেবার মত অবস্থা ছিল না। তিনি আরও জানান যে তার এ জমিতে তিনি কিছুতেই ভালো ধান করতে পারতেন না। এবারে আশে পাশের জমিতে চেয়ে তার জমিতে বিঘা হিসাবে ৩ থেকে ৪ মন বেশি ধান হয়েছে। আমন ধান চাষের সময় দেশের অনেক এলাকাতেই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ সকল ক্ষেত্রে ম্যাজিক গ্রোথ প্রযুক্তিটি খুব কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে।

৩) শীত মৌসুমে সুস্থ সবল বোরো ধানের চারা উৎপাদনঃ

শীতকালে বোরো ধানের সুস্থ-সবল চারা তৈরি করাটা বর্তমান সময়ে চাষিদের কাছে একটি বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে। কারণ তীব্র শীতে দেশের উত্তরাঞ্চলসহ দেশের অনেক এলাকায় এভাবে ব্যাপক পরিমাণ বোরো ধানের চারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, যা আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার উপরে প্রভাব ফেলছে । প্রচন্ড শীত এবং কুয়াশার সময় ধানের ছোট ছোট চারা গাছ মাটি থেকে তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করতে পারে না। ধানের পাতার ক্লোরোফিল তৈরির মূল উপাদান হলো নাইট্রোজেন, সালফার এবং ম্যাগনেসিয়াম।

(চলবে)

বিএডিসি বৃহত্তর ঢাকা সমিতি গঠিত

মোঃ মুকসুদ আলম খান (মুকুট)
সভাপতি

মোঃ সামছুল হক
সাধারণ সম্পাদক

গত ১৬ জুন ২০১৫ তারিখে ৩২ সদস্য বিশিষ্ট্য বিএডিসি বৃহত্তর ঢাকা সমিতি গঠন করা হয়েছে। কৃষি ভবনস্থ সম্মেলন কক্ষে সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রকল্প পরিচালক জনাব আলী আসগর এর সভাপতিত্বে ও সিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব জান মোহাম্মদ এর সঞ্চালনায় এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আগামী দুই বছরের জন্য সর্ব সম্মতিক্রমে উপপরিচালক (বীপ্রকে) মিরপুর জনাব মোঃ মুকসুদ আলম খান (মুকুট) সভাপতি ও সবজি বীজ বিভাগের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ সামছুল হক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

শোক সংবাদ

* উপপরিচালক (বীজ বিপণন) এর কার্যালয়, বিএডিসি, নোয়াখালীতে কর্মরত গুদাম রক্ষক জনাব কাজী নুর মোহাম্মদ গত ২৬ জুলাই ২০১৫ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি..... রাজিউন)।

* উপপরিচালক (আলু বীজ) এর কার্যালয়, বিএডিসি, রাজশাহীর অবসর প্রাপ্ত সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ রাকিবুল ইসলাম গত ০১ আগস্ট ২০১৫ তারিখে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি..... রাজিউন)।

* যুগ্ম পরিচালক বীজ পরীক্ষাগার, বিএডিসি, বীজ ভবন, গাবতলী দপ্তরের নিরাপত্তা প্রহরী, নির্বাহী প্রকৌশলী (সওকা) ঢাকা রিজিয়নে প্রেষণে কর্মরত জনাব মোঃ মজির উদ্দিন গত ২৯ জুলাই ২০১৫ তারিখে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি..... রাজিউন)।

* সহকারী প্রকৌশলী (সওকা ডালিসেপ্র), বিএডিসি, কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর জোনের আওতাধীন অষ্টগ্রাম (ক্ষুদ্রসেচ) ইউনিট দপ্তরে কর্মরত উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আমির হোসেন গত ১৯ জুলাই ২০১৫ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি..... রাজিউন)।

মেধাবী মুখ

সুমাইয়া জামান অনন্যা

* সুমাইয়া জামান অনন্যা ২০১৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে বরিশাল বোর্ডের অধীনে সরকারি মহিলা কলেজ, বরিশাল থেকে জিপিএ ৫ (গোল্ডেন এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ন হয়েছে। সে ২০১৩ সালের এসএসসি পরীক্ষায় সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, বরিশাল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৫ (গোল্ডেন এ প্লাস) পেয়েছিল। অনন্যা পাংশা (ক্ষুদ্রসেচ) জোন, বিএডিসি, রাজবাড়ী জেলায় কর্মরত উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ ফরিদুজ্জামান ভূঁইয়া এর জ্যেষ্ঠ কন্যা। সে ভবিষ্যতে প্রকৌশলী হতে আগ্রহী। সে সকলের দোয়া প্রার্থী। তার মাতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মিসেস রেহানা আক্তার।

SL-8H জাতের হাইব্রিড ধান বীজের সংগ্রহমূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক গত ২১ জুলাই ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত "মূল্য নির্ধারণ কমিটির সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৪-১৫ বোরো মৌসুমে উৎপাদিত SL-8H জাতের হাইব্রিড (F1) ধান বীজের সংগ্রহমূল্য কেজি ১১০.০০ (একশত দশ) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন

আবু রেজা মোঃ মাহফুজুর রহমান

আবু রেজা মোঃ মাহফুজুর রহমান, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, ডাল ও তৈল বীজ কঃগ্রোঃ জোন, বিএডিসি, নরসিংদী, ফেব্রুয়ারী/২০১৫ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ হতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ ওবায়েদুল ইসলাম এর অধীনে United States Department of Agriculture (USDA) এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের Research Associate হিসাবে উক্ত প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করেন। তাঁর থিসিসের শিরোনাম ছিল "Development of Sustainable in vitro Propagation Techniques for Commercial Production of Orchids". তিনি সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

ভাল বীজে
ভাল ফসল

বাংলাদেশ থেকে আলু রপ্তানি

ড. মোঃ শাফায়েত হোসেন, উপব্যবস্থাপক(বীপ্রস), বিএডিসি, ঢাকা

আলু এখন আমাদের দেশে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় একটি ফসল। স্বল্পমেয়াদী এ ফসলটির উৎপাদন আয় অন্যান্য ফসলের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। সাম্প্রতিক কয়েক বছরের আলু আবাদের অবস্থা তথা আলুর ফলন ও উৎপাদন এলাকা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে আনুপাতিকহারে উভয়টিই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী দেশে ৪০ লক্ষ টন আলুর চাহিদার বিপরীতে গড়ে প্রায় ৮০ লক্ষ টন আলু উৎপাদিত হচ্ছে। অবশ্যই এটা শুভ লক্ষণ কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে আমাদের দরিদ্র আলুচাষীরা এর সুফল তেমন একটা পাচ্ছে না, পাচ্ছে কোল্ড স্টোর মালিক, খুচরা ও পাইকারী ব্যাবসায়ীগণ। উৎপাদন মৌসুমে আলুর ন্যায্য মূল্য না পাওয়া কিংবা ন্যায্য মূল্যের আশায় বিকল্প হিসেবে কোল্ড স্টোরে সংরক্ষণ করতে না পেরে আলুচাষীরা অনেক সময় তা পানির দরে বিক্রি করে দেয়। ফলে অনিশ্চিত লাভের কারণে অনেক আলুচাষী সম্ভাবনাময় এ ফসলটির চাষের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। পত্রিকায় দেখা গেছে, হিমাগারের সামনে আলু বহনকারী ট্রাকের দীর্ঘ লাইন এবং এ সুযোগ কে কাজে লাগিয়ে এক শ্রেণির হিমাগার মালিকদের অসাধু রমরমা ব্যবসা। বর্তমান সরকার একটি কৃষিবান্ধব সরকার। তাই সরকারের উচিৎ আলু চাষীদের তথা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে উদ্বৃত্ত আলু বিদেশে রপ্তানির ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তাছাড়া আলুর নানাবিধ ব্যবহার ও শিল্পে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে এর সর্ব্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যগী হতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে আলু রপ্তানিঃ

১৯৯৮ সালে এটিডিপি (এ্যাগ্রোবেজ্ড টেকনোলজী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম) এর একটি মার্কেটিং মিশন বাংলাদেশ থেকে সিংগাপুর, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে ফ্রেশ আলু রপ্তানির সম্ভাব্যতা যাচাই করে এবং ১৯৯৯ সালে এটিডিপি এর উদ্যোগে প্রথম ১২৬ টন আলু উল্লিখিত দেশে রপ্তানি করা হয়। ২০০৫, ২০০৬ সালে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আলু রপ্তানি করা হয়। ২০০৭ সালে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৮ হাজার টনে। ২০১১ সালে বাংলাদেশ থেকে ৭টি প্রাইভেট কোম্পানীর মাধ্যমে প্রায় ২০ হাজার টন আলু রপ্তানি করা হয়েছে (বাসস, ঢাকা)। সাম্প্রতিক থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়াও বাংলাদেশ থেকে আলু আমদানি শুরু করেছে। শুধু মালয়েশিয়ায় আলুর চাহিদা রয়েছে ১০ লক্ষ টন, সিংগাপুর ও শ্রীলংকায় প্রতিটিতে চাহিদা রয়েছে ৩ লক্ষ টন করে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (EPB) হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে ২০১৪-১৫ সালে ২৭২ কোটি টাকার আলু বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে, যার মধ্যে শুধু মালয়েশিয়ায় রপ্তানি করা হয়েছে ১০৪ কোটি টাকার আলু এবং রাশিয়ায় ৭২ কোটি টাকার আলু। বিএডিসির অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. শেখ আব্দুল কাদের এর নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে "বাংলাদেশ পটেটো এক্সপোর্টার্স এ্যাসোসিয়েশন"। যা বিদেশে আলু রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

আলু সংরক্ষণের অবস্থা ঃ

গত দুই বছরে আলুর উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৮৫ লক্ষ টনে পৌছেছে। উৎপাদিত এ আলুর সর্বোচ্চ ২২-২৫ লক্ষ টন ৩২৫ টি হিমাগারে সংরক্ষণ করা যায়। প্রতি মাসে ৩.৫ লক্ষ টন আলুর ব্যবহার হিসেব করলে বছরে প্রায় ৪০ লক্ষ টন আলুর প্রয়োজন হয়। বাকী ৩০-৪০ লক্ষ টন চাষীর ঘরেই থেকে যায়।

রপ্তানিযোগ্য আলুর বৈশিষ্টঃ

আমাদের দেশে উৎপাদিত সব জাতের এবং সব আকারের আলুই আমদানীকারক দেশের কাছে সমানভাবে গ্রহনযোগ্য নয়। সিংগাপুর, মালয়েশিয়া এবং শ্রীলংকায় গ্রানুলা জাতের আলুর কদর বেশি। সাম্প্রতিক মালয়েশিয়ায় ডায়মন্ট ও কার্ডিনাল জাতের আলু রপ্তানি করা হয়েছে। ১০০ গ্রাম থেকে ১৫০ গ্রাম ওজন এবং ৪০-৬০মি.মি আকারের উজ্জ্বল রং ও ভাসাভাসা চোখ (shallow eyed tuber) ও অধিক সুপ্তকাল (Longer dormancy) বিশিষ্ট মসৃণ ত্বকের আলু রপ্তানির জন্য বেশি উপযোগী। আলু রপ্তানির সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হচ্ছে ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাস কারণ আমদানীকারকগণ হিমাগারে সংরক্ষিত আলুর চেয়ে ফ্রেশ আলু বেশি পছন্দ করে। আলু সংগ্রহের পর হতে কিছুদিনের মধ্যে আলুর আকারের মধ্যে কিছু অস্বাভাবিক অবস্থা (deformations) দেখা যায় বিশেষ করে হিমায়িত আলু নির্দিষ্ট তাপমাত্রার নিচে রাখলে রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে মিষ্টতা (Sweetness) বৃদ্ধি পায় ও অন্যান্য গুণগতমানের অবনতি ঘটে। সম্প্রতি বানিজ্যমন্ত্রী বলেছেন সংগ্রহের সাথে সাথে (Harvest Period) আলু যাতে করে বিদেশে রপ্তানি করা যায় এ ব্যাপারে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

রপ্তানিযোগ্য আলুর আবাদঃ

আগাম রপ্তানির জন্য এমনভাবে আলু রোপণ করা দরকার যাতে করে ফেব্রুয়ারির ১ম সপ্তাহ হতে আলু সংগ্রহ করা যায়। নভেম্বরের ১ম সপ্তাহ হতে শুরু করে শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত কয়েক ধাপে রোপণ করলে ফেব্রুয়ারির ১ম সপ্তাহ হতে সংগ্রহ শুরু করে মার্চের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত আলু উঠানো যায়। এরুপ রোপণের ফলে দীর্ঘ সময় কাচা আলু সংরক্ষণ না করেও ফ্রেশ অবস্থায় রপ্তানি করা যায়।

আলু রপ্তানি বৃদ্ধিতে করণীয়ঃ

* আলু রপ্তানির জন্য নির্দিষ্ট চুক্তিবদ্ধ চাষী জোন (Contract growing zone) গঠন করা।
* রপ্তানি ও প্রক্রিয়াজাত উপযোগী আলুর জাত ছাড়করণ ও কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয় করা।
* কাঁচা আলু রপ্তানির ক্ষেত্রে ইনসেনটিভ বোনাস বাড়িয়ে ১০-৩০% করা।
* রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (Export Promotion Bureau), হরটেক্স ফাউন্ডেশন (Hortex Foundation) ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC) কে কাঁচা আলু রপ্তানির ক্ষেত্রে কারিগড়ি সহায়তা প্রদান।
* নতুন নতুন কোম্পানী যাতে আলু রপ্তানীতে উদ্যোগী হয় এ জন্য সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

পদোন্নতি

* অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ পশ্চিমাঞ্চল) এর চলতি দায়িত্বে বিএডিসি, সেচভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ কামরুজ্জামানকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* যুগ্ম পরিচালক, দত্তনগর বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, দত্তনগর, ঝিনাইদহে কর্মরত জনাব মোঃ মুজিবুর রহমানকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পদে সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, টাঙ্গাইল, ক্ষুদ্রসেচ সার্কেলে কর্মরত ও প্রকল্প পরিচালক (রাবারড্যাম প্রকল্প) জনাব মোঃ হাফিজ উল্লাহ চৌধুরীকে পদোন্নতি প্রদান পূর্বক অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), পশ্চিমাঞ্চল, সেচ ভবন, বিএডিসি, ঢাকা ও প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) অতিরিক্ত দায়িত্ব, বিএডিসি, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

* নির্বাহী প্রকৌশলী, গোপালগঞ্জ রিজিয়নের চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ জামাল ফারুককে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) পদে গোপালগঞ্জ রিজিয়নে পদায়ন করা হয়েছে।

* নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), কুষ্টিয়া রিজিয়নের চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেনকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সহকারী প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) পদে বিএডিসি, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

* নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), টাঙ্গাইল রিজিয়নের চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ জাকী সিদ্দিককে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), পদে টাঙ্গাইল রিজিয়নে পদায়ন করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক (কঃ গ্রোঃ), বিএডিসি, বি-বাড়িয়ায় কর্মরত জনাব মোঃ ছানাউল হককে পদোন্নতি প্রদান পূর্বক উপব্যবস্থাপক (কঃ গ্রোঃ), পদে বিএডিসি ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক (এএসসি), বিএডিসি, বান্দরবানে কর্মরত জনাব দীপক কুমার দাসকে পদোন্নতি প্রদান পূর্বক উপপরিচালক (এএসসি), পদে বিএডিসি বান্দরবানে পদায়ন করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি), বিএডিসি, ঠাকুরগাঁওয়ে কর্মরত জনাব মোঃ শামসুজ্জোহা প্রামানিককে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক উপপরিচালক (কঃ গ্রোঃ) পদে বিএডিসি টাঙ্গাইলে পদায়ন করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি), রাজবাড়ীর বিপরীতে সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বিআমক), মধুপুর, টাঙ্গাইল ও উপপরিচালক (খামার) মধুপুর, টাঙ্গাইল এর অতিরিক্ত দায়িত্বে কর্মরত জনাব সঞ্জয় রায়কে উপপরিচালক (খামার), মধুপুর, টাঙ্গাইলে পদায়ন করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি), বিএডিসি নরসিংদীতে কর্মরত জনাব মাহমুদা বেগমকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক উপপরিচালক (কঃ গ্রোঃ) পদে বিএডিসি, ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়ায় পদায়ন করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক (এএসসি), কিশোরগঞ্জে কর্মরত জনাব প্রিয়তোষ রায়কে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক উপপরিচালক (এএসসি) পদে কিশোরগঞ্জে পদায়ন করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ডাল ও তৈল বীজ), বিএডিসি, টেবুনিয়া, পাবনায় কর্মরত জনাব রফিকুল ইসলামকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক উপপরিচালক (কঃ গ্রোঃ) পদে বিএডিসি, পাবনায় পদায়ন করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক (মালতী আলু বীজ হিমাগার), ধনবাড়ী, টাঙ্গাইলে কর্মরত জনাব এবি এম গোলাম মনসুরকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক উপপরিচালক (আলু বীজ হিমাগার) ধনবাড়ী, টাঙ্গাইলে পদায়ন করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক (আলু বীজ হিমাগার), মেহেরপুরে কর্মরত জনাব মোঃ মিনহাজ উদ্দিন চৌধুরীকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক উপপরিচালক (আলু বীজ হিমাগার)পদে মেহেরপুরে পদায়ন করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ডাল ও তৈল বীজ), বিএডিসি, রাজশাহীতে কর্মরত জনাব মোঃ জাকির হেসেনকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক উপপরিচালক (বীবি) পদে বিএডিসি, রাজশাহীতে পদায়ন করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক (খামার), সাধুহাটি, ঝিনাইদহে কর্মরত জনাব হাফিজুল ইসলামকে পদোন্নতি প্রদান পূর্বক উপপরিচালক (খামার) পদে সাধুহাটি, ঝিনাইদহে পদায়ন করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার), বিএডিসি, সিলেটে কর্মরত জনাব মোঃ আব্দুর রশিদকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক উপপরিচালক (আলু বীজ) পদে বিএডিসি, ঠাকুরগাঁওয়ে পদায়ন করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি), বিএডিসি, লালমনিরহাটে কর্মরত জনাব আসাদুজ্জামান খানকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক উপপরিচালক (সবজী বীজ) পদে বিএডিসি, রংপুরে পদায়ন করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার), বিএডিসি, পাংশা, রাজবাড়ীতে কর্মরত জনাব আসুতোষ দাসকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক উপপরিচালক (বীউ) পদে বিএডিসি, সিলেটে পদায়ন করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি), মাদারীপুর এর বিপরীতে প্রেষণে খামার বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ মোজাদ্দেদ নাজির হোসেনকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক উপব্যবস্থাপক পদে খামার বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক পাট বীজ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত ড. বশির আহমেদকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক উপব্যবস্থাপক পদে পাট বীজ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

(বাকী অংশ ১৫ এর পাতায়)

পদোন্নতি

* ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক (বীপ্রকে) বরিশালে কর্মরত জনাব মোঃ রমিজুর রহমানকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক উপপরিচালক (বীপ্রকে) পদে বরিশালে পদায়ন করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার), মিরপুর ও ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক (বীপ্রকে), মিরপুর, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ মুকসুদ আলম খানকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক উপপরিচালক (বীপ্রকে) পদে মিরপুর, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি), মাগুরা এর বিপরীতে প্রেষণে কৃষি মন্ত্রণালয়ে কর্মরত জনাব সৈয়দ কামরুল হককে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক উপপরিচালক (এএসসি) নোয়াখালী এর বিপরীতে প্রেষণে কৃষি মন্ত্রণালয়ে পদায়ন করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক (সার), বিএডিসি, মানিকগঞ্জে কর্মরত জনাব মোঃ আবদুর রহমান চৌধুরীকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) চুয়াডাঙ্গা এর বিপরীতে সিনিয়র সহকারী পরিচালক, বীজের আপদকালীন মজুদ কর্মসূচি, বিএডিসি, চুয়াডাঙ্গায় পদায়ন করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক, বীজ বিতরণ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব রনধীর বিশ্বাসকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) পদে মুন্সিগঞ্জে পদায়ন করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত সিনিয়র সহকারী পরিচালক, বীজের আপদকালীন মুজুদ কর্মসূচি, বিএডিসি, যশোরে কর্মরত জনাব আবু শাহাদাত মোহাম্মদ সোয়েবকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) পদে নড়াইল এর বিপরীতে সিনিয়র সহকারী পরিচালক, বীজের আপদকালীন মজুদ কর্মসূচি, বিএডিসি, যশোরে পদায়ন করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক (সার), বিএডিসি, রংপুরে কর্মরত জনাব মোঃ আব্দুল হাইকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) পদে বিএডিসি পঞ্চগড়ে পদায়ন করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক (আলু বীজ হিমাগার), বিএডিসি, শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার এর বিপরীতে এএসসি কুলাউড়ায় কর্মরত জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম চৌধুরীকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) পদে বিএডিসি মৌলভী বাজারে পদায়ন করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক (বীপ্রকে), বিএডিসি, মধুপুর, টাঙ্গাইলে কর্মরত জনাব আসিফ ইকবাল ছাকিকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) পদে বিএডিসি, মানিকগঞ্জে পদায়ন করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক (বীপ্রকে), বিএডিসি, গাবতলী, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ খালেদ সাইফুল্লাহকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) পদে বিএডিসি রাজবাড়ীতে পদায়ন করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক (কঃ গ্রোঃ), বিএডিসি, রংপুরে কর্মরত জনাব মোহাম্মদ সোহেল রানাকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) পদে বিএডিসি লালমনিরহাটে পদায়ন করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক (বীউ), বিএডিসি, ময়মনসিংহে কর্মরত জনাব অনুপ কুমার সেনকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীআমক) পদে বিএডিসি, মধুপুর, টাঙ্গাইলে পদায়ন করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ডাল ও তৈল বীজ), বিএডিসি, রাজশাহীতে কর্মরত জনাব মোহাম্মদ জাহিদুর রহমানকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ডাল ও তৈল বীজ) পদে বিএডিসি রাজশাহীতে পদায়ন করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক (কঃ গ্রোঃ), বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ নেয়ামুল নাসিরকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) পদে বিএডিসি সুনামগঞ্জে পদায়ন করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক (বীজ পরীক্ষাগার), বিএডিসি, গাবতলী, ঢাকায় কর্মরত জনাব সাঈদ মোঃ ওয়াসিম বারীকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীউ) বিএডিসি, ঝিনাইদহ এর বিপরীতে এসটিএল এ সংযুক্ত করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক (কঃ গ্রোঃ), বিএডিসি, বি-বাড়ীয়ায় কর্মরত জনাব মোঃ নাসির উদ্দিনকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) পদে বিএডিসি, ফেনীতে পদায়ন করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক, যুগ্ম পরিচালক (উদ্যান) দপ্তর, বিএডিসি, যশোরে কর্মরত জনাব মোঃ রেজাউল করিমকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার) পদে পাংশা, বিএডিসি, রাজবাড়ীতে পদায়ন করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক, ডাল ও তৈল বীজ এর বিপরীতে সার ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ নাইমুল আরিফকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) পদে বিএডিসি, কুড়িগ্রামে পদায়ন করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক (বীপ্রকে), বিএডিসি, গাবতলী, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোছাঃ রহমত আরাকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) মাগুরা, এর বিপরীতে, সার গুদাম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প, বিএডিসি, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক, উপপরিচালক (কঃ গ্রোঃ), দপ্তর, বিএডিসি, ঠাকুরগাঁওয়ে কর্মরত জনাব শাহানা পারভীনকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) পদে, বিএডিসি, ঠাকুরগাঁওয়ে পদায়ন করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক (বীপ্রকে), বিএডিসি, যশোরে কর্মরত জনাব তিমা পালকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীআমক) বিএডিসি, যশোরে পদায়ন করা হয়েছে।

আশ্বিন-কার্তিক মাসের কৃষি

আশ্বিন মাস

আমন ধানঃ

আমন ধানের এ সময় বাড়ন্ত অবস্থা। রোপণের সময় ভেদে এ সময় ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে। লাগানোর ২০-২৫ দিনের মধ্যে ইউরিয়ার উপরি প্রয়োগের প্রথম কিস্তি ও ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় কিস্তির ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। সারের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য মৃত্তিকা গবেষণা ইনস্টিটিউটের উপজেলা ভিত্তিক সার সুপারিশমালা অনুসরণ করতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় মাটি পরীক্ষা করে নিলে। সার প্রয়োগের সময় জমিতে প্রচুর রস থাকতে হবে। জমিতে ২-৩ সেঃ মিঃ পানি থাকলে সবচেয়ে ভাল হয়। সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার প্রয়োগ করে আগাছা পরিস্কার তথা সার মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয় বার সার উপরিপ্রয়োগ করে মাটির সাথে মেশানোর প্রয়োজন নেই। ধানের জমিতে আগাছা ধান গাছের সাথে খাদ্য উপাদান নিয়ে প্রতিযোগিতা করে। এ জন্য ধানের জমিতে বিশেষত রোপণের ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। বন্যাপ্রবল এলাকা যেখানে পানি সরতে দেরি হয় সেসব জমিতে নাবী জাতের উফশী আমন জাত যেমন বিআর-২২, বিআর-২৩, ব্রিধান-৪৬, আশ্বিন মাসের প্রথম সাতদিন পর্যন্ত লাগানো যাবে। নাবী জাতের ধান রোপণ কালে ৫/৬টি করে চারা একটু ঘন করে লাগাতে হয়। পাট বপণের সময় হতে এ সময় পর্যন্ত বীজ উৎপাদনের জন্য রাখা পাট গাছগুলোর বিশেষ যত্ন নিতে হবে। মরা পচা ও রোগাক্রান্ত গাছগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে।

শীতকালীন সবজী :

এ মাসের শুরুতে আগাম শীতকালীন সব্জী যেমন ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, মূলা, লেটুস, মরিচ, লালশাক, পালংশাক, শালগম, গাজর ইত্যাদির বীজবপন করতে হবে। এ সময় বৃষ্টি হয় বিধায় চারা উৎপাদন ও রোপণের সময় একটু বেশী যত্নশীল হতে হয়। চারা তৈরির জন্য সমতল হতে ৬ ইঞ্চি উঁচু করে পরিমাণমত গোবর সার ও আবর্জনা পঁচা মিশিয়ে মাটি ঝুর ঝুর করে বেড তৈরি করে নিতে হবে। বীজ বপণের পূর্বে প্রতি বর্গ মিটার বীজতলায় ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি ও ১০০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। বীজ ছিটিয়ে গুড়া মাটি দিয়ে হালকা ভাবে বীজগুলো ঢেকে দিতে হবে। বীজতলা ও কচি চারাকে বৃষ্টির তোড় হতে রক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য লম্বা কঞ্চির দুই পাশ মাটিতে গেঁথে মাচা তৈরি করে তার উপর পলিথিন বা চাটাই দিয়ে বীজ ও চারাকে বৃষ্টির হাত হতে রক্ষা করা যেতে পারে। বীজ বপণের পর এবং চারা কচি থাকা অবস্থায় মাটিতে যাতে রসের অভাব না হয় সেজন্য ঝাঁঝড়ি দিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে।

সংরক্ষিত বীজ ও শস্যঃ

ঘরে সংরক্ষিত বোরো বীজ, গম বীজ, গেলাজাত শস্য, ডাল ও তৈল বীজ ইত্যাদি শুকিয়ে পোকামুক্ত করে পুনরায় সংরক্ষণ করতে হবে।

কার্তিক মাস :

আমন ধানঃ

আগাম লাগানো আমন ফসলে এ সময় ফুল আসে এবং পরে লাগানো আমন ধানের বাড়ন্ত অবস্থা থাকে।

এ সময় আমন ফসলে পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এদের মধ্যে মাজরা পোকা, শীষ কাটা লেদা পোকা, পাতামোড়ানো পোকা, গান্ধী পোকা ইত্যাদি প্রধান। পোকা আক্রমন করলে ক্ষেতের মধ্যে বাঁশের কঞ্চি বা গাছের ডাল পুঁতে দিয়ে পাখি বসার ব্যবস্থা করলে পাখি পোকা খেয়ে ফেলে। পোকা দমনে আলোর ফাঁদ কিংবা হাত দিয়ে ধরে পোকার ডিম ও মথ ধ্বংস করা যেতে পারে। সকল প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে পোকার আক্রমণ যদি অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবেই কেবল কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করতে হবে। সেক্ষেত্রে অনুমোদিত কীটনাশক নির্দিষ্ট মাত্রায় নিকটস্থ কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিয়ে নিয়ম মাফিক স্প্রে করতে হবে।

ডাল ও তৈল ফসলঃ

এ সময় ডাল তৈল ফসল বোনার ভরা মৌসুম। সরিষার উন্নত জাত বারি সরিষা-৯, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫, বিএডিসি সরিষা-১ বুনলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। স্থানীয় মসুর থেকে বারিমসুর ৫,৬ এবং বিনা মসুর-৪ চাষ করা লাভজনক। যে সকল জমিতে খেসারী চাষ করা যায় সেসব জমিতে একই যত্নে বিএডিসি মটর-১ চাষ করা যায়। ডাল তৈল ফসলের জমি উত্তম রূপে চাষ করে শেষ চাষের সময় ২০ঃ৩০ঃ২০ হারে ইউরিয়া টিএসপি ও এমওপি সার প্রয়োগ করে উন্নত জাতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের বীজ বপণ করতে হবে।

শীতকালীন সব্জীঃ

আশ্বিন মাসে বোনা বিভিন্ন আগাম শীতকালীন সব্জীর চারা বীজ তলা হতে সাবধানে তুলে এনে মূল জমিতে লাগাতে হবে। চারা উঠানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে চারার শেকর ভেঙ্গে না যায়। বিকেল বেলা চারা লাগিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে। পরের দুইদিন চারাকে সরাসরি সূর্যালোক মুক্ত রাখতে হবে। মূলা, শালগম, গাজর, লালশাক, ডাঁটা, পালংশাক, মটরশুটি ইত্যাদির বীজ সরাসরি জমিতে ছিটিয়ে বা সারি করে বুনে দিতে হবে।

আলুঃ

এ মাসের দ্বিতীয় পক্ষ হতে আলু লাগানো শুরু করতে হবে। উন্নত জাতের মধ্যে ডায়মন্ড, কার্ডিনাল, ফেলসিনা ও স্থানীয় জাতের মধ্যে কুফরী, সিন্দুরী জাতের আলু চাষ করা যেতে পারে। প্রতি একরে ৬০০ কেজি বীজের প্রয়োজন। প্রতি একরে ১২০ঃ১২০ঃ১৪০ হারে ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি এবং ২৪০ কেজি খৈল প্রয়োগ করতে হবে। শেষ চাষে ইউরিয়ার অর্ধেক ও অন্যান্য সকল সার প্রয়োগ করতে হবে। উত্তম রূপে তৈরি জমিতে সারি করে অঙ্কুরিত আলু লাগাতে হবে। এ সময় বৃষ্টিপাত থাকে না বলে প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে।

প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ সামসুদ্দিন এর অবসর গ্রহণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) ড. মোঃ সাইদুর রহমান সেলিম

ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্প আয়োজিত গভীর ও অগভীর নলকূপের জোন অব ইনফ্লুয়েন্স নির্ণয় সমীক্ষার ফাইনাল রিপোর্টের ওপর সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত বীজ আলু উৎপাদন প্রযুক্তি ও হিমাগার ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে বক্তব্য রাখছেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব রওনক মাহমুদ

মাননীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতি মন্ত্রী এ্যড. মুজিবুল হক চুন্নু এর কাছ থেকে সাহিত্যে অবদানের জন্য হাজী দানেশ সম্মাননা গ্রহণ করছেন বিএডিসি'র সবজী বীজ বিভাগের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সিবিএ সহসভাপতি জনাব মোঃ সামছুল হক

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান এর কাছ থেকে অবসর গ্রহণ উপলক্ষ্যে পুরস্কার গ্রহণ করছেন মহাব্যবস্থাপক (এএসসি) জনাব মোঃ হারুণ-অর-রশিদ পাটওয়ারী

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান এর কাছ থেকে অবসর গ্রহণ উপলক্ষ্যে পুরস্কার গ্রহণ করছেন মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ আজিজুল হক

বিএডিসি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '১৫ ও সেমিনার এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী এ্যাডভোকেট মোঃ কামরুল ইসলাম এমপি

জাতীয় বৃক্ষ মেলা ২০১৫ তে বিএডিসি'র স্টল প্রথম পুরস্কার লাভ করে। পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্রেস্টটি সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর এর কাছে হস্তান্তর করছেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব রওনক মাহমুদ

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এডিপি'র সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অডিট সভায় সংস্থার সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এনডিসি, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক ও নিয়ন্ত্রক (অডিট) ড. মোয়াজ্জেম হোসেনসহ অন্যান্যদেরকে দেখা যাচ্ছে

বিএডিসি'র কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর

বিএডিসি'র পরিকল্পনা বিভাগ আয়োজিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে সেক্টর লিডারস ওয়ার্কসপে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ এর বিএডিসিতে আগমন উপলক্ষ্যে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ (সিবিএ)

বিএডিসি পানাসি প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত নাটোর জেলায় ২-ভেন্ট স্লুইস গেইট

বৃক্ষ মেলা ২০১৫ তে বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত বনসাই

সাভারের বালুঘাটায় বিএডিসি'র সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্পের মাধ্যমে উৎপাদিত সবজী সংগ্রহ করা হচ্ছে

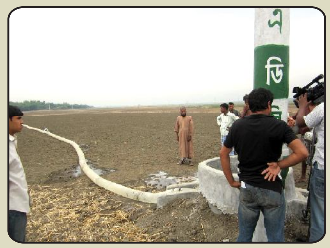

বিএডিসি পানাসি প্রকল্পের মাধ্যমে পাবনা জেলায় গভীর নলকূপ স্কীমে ফিতা পাইপ দ্বারা সেচ কার্যক্রম

বৃক্ষ মেলা ২০১৫ তে বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত নারিকেল চারা

বৃক্ষ মেলা ২০১৫ তে বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত সফেদা ফলের গাছ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫২৩১৬, ইমেইল ঃ **prdbadc@gmail.com**, ওয়েবসাইট ঃ **www.badc. gov.bd**, এবং প্রিন্টোলাইন, ৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।